দৈনিক ইত্তেফাক

তথ্য প্রযুক্তি

‘আমরা যেভাবে চলছি তাতে সফটওয়্যার শিল্প কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেবে না’

আহমেদ হাসান জুয়েল

তরুণ উদ্যোক্তা আহমেদ হাসান জুয়েল দেশের কম্পিউটার শিল্পের সাথে দীর্ঘদিন ধরে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছেন। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে বিসিএস কম্পিউটার সিটির প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে তার সাথে সম্প্রতি কথা হয় তথ্যপ্রযুক্তির।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি দেশের এবং বিদেশে দু’জায়গাতেই আপনি ব্যবসা করেছেন, পার্থক্যটা কীরকম ছিল?

জুয়েল দেশের বাইরে যেটুকু ব্যবসার সাথে জড়িয়েছি তা মূলত হাতেখড়ি পর্যায়ের। তবে বাইরে সবকিছুই অনেক বেশি নিয়মমাফিক।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের দেশে নিয়ম না থাকার কারণ কী?

জুয়েল প্রথম কারণ হলো দেশটা নতুন। দ্বিতীয়ত এখানে প্রাইভেট বিজনেসের ইতিহাস খুব যে পুরনো তা নয়। নতুন দেশ হলেও আমরা যখন পাকিস্তান বা ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত ছিলাম তখন এই অংশ থেকে ব্যবসার তেমন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ইত্তেফাকঃ দেশের আইটি ব্যবসাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

জুয়েলঃ এক্ষেত্রে প্রথমেই আমাকে দুটি ভাগ ধরে নিতে হবে। একটি হার্ডওয়্যার ব্যবসা আর অন্যটি সফটওয়্যার প্রসেসিং বা সার্ভিসেস ব্যবসা। হার্ডওয়্যার ব্যবসা এখন একটি শৃঙ্খলার ভেতরে চলে এসেছে। একটা কথা এখানেই বলে নেয়া দরকার যে, পুরো আইটি ব্যবসায় যারা উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন– তারা সবাই প্রথম প্রজন্মের। তারা যা শিখেছে নিজে নিজেই শিখেছে। তারপরেও হার্ডওয়্যার ব্যবসা এখন বেশ গোছানো। কিন্তু সফটওয়্যার ব্যবসা এখনও চলছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিসে।

হার্ডওয়্যার ব্যবসা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে অতিরিক্ত কিছু উদ্যোগ এখনি নেয়া না হলে এই ব্যবসাটা এক জায়গায় এসে ঠেকে যাবে। আর যদি উদ্যোগ নেয়া যায়, তবে মার্কেটের যে বলয়টা রয়েছে তা ভেঙে মার্কেটকে আরো বিকশিত করা সম্ভব। তাছাড়া যারা ব্যবহারকারী, তারাও খুব অল্প কিছু অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যদি এর ব্যবহার ছড়িয়ে দেয়া যেত– সব ধরনের ব্যবসায়, সেটা ট্রেডিং বা প্রোডাকশন যাই হোক না কেন, যদি কম্পিউটারের সার্থক ব্যবহার নিশ্চিত করা যেত তবে হার্ডওয়্যার ব্যবসা ও মানুষের ওপর কম্পিউটারের প্রভাব দুটোই লাভজনক হতো। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সোয়ারি ঘাটের যে মাছের ব্যবসা করেন কিংবা বাদামতলীতে যিনি চালের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসার পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি। অথচ তারা কম্পিউটার ব্যবহার করছে না অথবা করতে পারছে না। আমরা যদি তাদেরকে সঠিকভাবে দিতে পারি, তবে মার্কেট আরো বাড়বে। এখন পর্যন্ত যা আছে তা মূলত বিনোদন নির্ভর কিংবা নিছকই শেখার কৌতূহল থেকে।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের দেশে হার্ডওয়ারের মার্কেটের পুরোটাই তো বাইরের পণ্য আমদানি করে বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে উৎপাদনের কোনোই উদ্যোগ নেই। এমনটাই কী চলতে থাকবে?

জুয়েল আমরা নিজেরা যদি উৎপাদনে আসতে পারতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে অনেক ভালো হতো। কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এটা ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরের ব্যাপার। এক্ষেত্রে মূল্য বিষয়টা হলো বাজার কত বড় সেটা। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাজারের যে সাইজ, তাতে আমাদের পক্ষে প্রোডাকশনে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি সম্ভব করতে হলে কী করা উচিত?

জুয়েল বাজার বড় করা গেলে একটা সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বাজার যদি বড় করা না যায়, তবে বিদেশের মার্কেটে অবস্থান নেয়ার মাধ্যমে সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে একাধিক সরকারি নীতিমালা জড়িত। তখন আমাদের আমদানি নীতি, মানি কনভার্শন নীতি, রপ্তানি নীতি ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনতে হবে। মোট কথা যেকোনোভাবে বাংলাদেশের জন্য বাইরে একটি মার্কেট তৈরি করতে হবে। সেই মার্কেট আন্তর্জাতিক হতে পারে, প্রতিবেশী দেশে হতে পারে। তবে আসল কথা হলো, মার্কেট ছাড়া প্রোডাকশনে যাওয়া একেবারেই সম্ভব না। প্রতিবছর যেখানে ১ থেকে ২ লাখ পিসির যে মার্কেট ভলিউম সেখানে প্রোডাকশন করা উচিত না।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি প্রোডাকশন না হলেও ব্র্যান্ডিং তো একটি ভালো সমাধান হতে পারে?

জুয়েল হ্যাঁ। তবে প্রোডাকশন এক জিনিস আর ব্র্যান্ডিং আলাদা জিনিস। প্রোডাকশন না করতে ব্র্যান্ডিং করা যায় এবং অনেক সেটা করছেও। আমি মনে করি ব্র্যান্ডিং হওয়া উচিত। বিদেশি ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলোও কিন্তু প্রতিটি পিসির অ্যাক্সেসরিজ নিজেরা উৎপাদন করছে না।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি আমদানি নির্ভর ব্যবসার জন্য শুল্ক থাকাটা ব্যবসার জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু দীর্ঘদিন কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর কোনো শুল্ক নেই বাজার বড় হওয়ার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছি? এটা ভবিষ্যৎ ব্যবসার জন্যই বা কতটুকু সুফল বয়ে আনবে?

জুয়েল এখানে প্রথম ব্যাপারটি হলো আউটপুট। একটা প্রযুক্তি থেকে আউটপুট পেতে হলে প্রথমে সেই প্রযুক্তি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে থাকতে হবে। এটা অবশ্যই প্রথম ও প্রধান বিষয়। এছাড়া অন্যান্য ফ্যাক্টরও রয়েছে। আউটপুট হলো আমরা যা পেতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের চাওয়া হলো বাংলাদেশে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে কম্পিউটারায়ন হয়। মানুষ যেন তার নিত্যদিনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করে। অর্থাৎ কম্পিউটার যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অনুসঙ্গ হয়ে উঠে। পাশাপাশি আরেকটি চাওয়া হলো এটি যেন উপার্জনের মাধ্যম হয় –এ থেকে মানুষ নতুন কিছু উৎপাদন করতে পারে।

কম্পিউটারকে যদি মানুষের জীবন-যাপনের অংশ করে তুলতে হয়, তবে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পরিবর্তন করা জরুরি। অ্যাপ্লিকেশনগুলোর স্থানীয়করণ করা জরুরি। এখানে স্থানীয়করণের মধ্যে আমি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর জোর দিচ্ছি। এখন কম্পিউটার আমরা যেভাবে পাচ্ছি তা হলো পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি যন্ত্র হিসেবে। এটিকে আমরা ব্যবহার করি উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি হিসেবে। ফলে ইংরেজির ওপরও আমরা অনেক বেশি নির্ভরশীল। আর এজন্য সমাজের গতি নির্ধারণের যে সকল আভ্যন্তরীণ বিষয় রয়েছে সেটার জন্য একটি বড় বাধা। যেমন– আজ যদি এমন হতো যে মোবাইল ফোনে শুধু ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, তবে কিন্তু এটি এভাবে মানুষের হাতে হাতে ঘুরত না। ভাষা নিরপেক্ষ হবার কারণেই এটি লাখ লাখ মানুষ ব্যবহার করছে। ভাষার বাধাটা তুলে দিলেই কম্পিউটার আরো অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবে। যে গ্রামের ছেলেটি স্কুলে যায়, তাকে কার্টুন দেখতে হলেও ওয়াল্ট ডিজনির উপর নির্ভর করতে হয়। এতে লোকাল সেন্টিমেন্ট কিন্তু সে পাচ্ছে না। ইন্টারনেট, স্পোর্টস সবকিছুর জন্যই তাকে নির্ভর করতে হয় ইংরেজির উপর। ইংরেজি যত আধুনিক ভাষাই হোক না কেন, মাতৃভাষা ছাড়া মানুষের আত্মিক তৃপ্তি কিন্তু হয় না। ফলে কম্পিউটার মানুষের নিত্য ব্যবহার্য হয়েও উঠতে পারছে না। তাই আমরা কাঙ্ক্ষিত আউটপুট পাচ্ছি না।

আর যদি উপার্জনের দিক থেকে আউটপুটকে বিচার করি, তবে দেখবেন এটাই আসলেই ঠিকমত কাজে আসছে না। সফটওয়্যার বা সার্ভিস ব্যবসার জন্য খুব ভালো পরিবেশ নেই। এজন্য যে দক্ষ জনবল থাকা বা গড়ে ওঠা উচিত তাও নেই। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারও গড়ে না ওঠা একটা বড় দিক। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে তোলার মাধ্যমে এই খাতটিকে লাভজনক করা যেতে পারে।

তবে আসল ব্যাপার হলো প্রযুক্তি কম দামে কিনতে পারা সেটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাত্র প্রথম ধাপ। অন্য ধাপগুলো যদি ঠিকমত অতিক্রম করা না হয়, তবে সেটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেবে না –এমনটাই স্বাভাবিক।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি বিসিএস কম্পিউটার সিটি দেশের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক কম্পিউটার মার্কেট –কিন্তু মার্কেটটিতো তেমন গোছানো নয়। তাছাড়া নতুন পণ্য, পণ্য পরিচিতি ইত্যাদি নির্ভর একটি ডিসপ্লে বোর্ড এই মার্কেটের প্রাঙ্গণে থাকা কী উচিত নয়?

জুয়েল এটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো আইডিয়া। আমাদের এ নিয়ে অবশ্যই ভেবে দেখার আছে। আবার, আরেকভাবে দেখলে কিন্তু দরকার নাও হতে পারে। এখানে এত দোকান আছে; যে কেউ বিশেষত একেবারেই নবীন যারা তারা এসে বিভিন্ন দোকানে কর্মরত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেই অনেক কিছু দেখে বা জেনে নিতে পারেন। যেমন– আগে কম্পিউটার ব্যবহার করেনি এমন একজন এসে বিভিন্ন দোকান ঘুরে পিসির কনফিগারেশন চেয়ে নিতে পারে। এভাবে কয়েকটা দোকান ঘুরেই সে জেনে যাবে কম্পিউটারে প্রসেসর, মাদারবোর্ড বলে যন্ত্রাংশ আছে। এভাবেই কিন্তু একটি বড় মার্কেট যেখানে চমৎকার ডিসপ্লে ব্যবস্থা আছে সেখানে ঘুরে একজন পরিচিত হতে পারে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সাথে। তাছাড়া আমার মনে হয় কোন যন্ত্রটা কী কাজে লাগে কিভাবে কাজ করে এগুলোতে বিভিন্ন দোকানে জিজ্ঞেস করেও একজন জানতে পারবে। তাছাড়া বিক্রেতারাও জানে যে, এভাবেই একজন লোক ক্রেতা হয়ে ওঠে– তাই তারাও সব সময় চেষ্টা করে উৎসুক ব্যক্তিটিকে সাহায্য করার। এমন চমৎকার লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন পাওয়া কিন্তু নবীনদের জন্য খুবই উপকারী। আমার মনে হয় অধিকাংশ নবীনদেরই শুরুটা এভাবেই হয়।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি বিসিএস কম্পিউটার সিটিকে পাইরেটেড সফটওয়্যারের স্বর্গরাজ্য বলা হয়। আপনারা এর বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না কেন?

জুয়েল অভিযোগটা কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। আমরা মার্কেটে ঘোষণা দিয়েই রেখেছি যে, কোনো দেশী সফটওয়্যারের পাইরেটেড কপি বিক্রি করা যাবে না। যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া পাইরেসি কিন্তু সব দেশেই আছে। আছে বলেই আমরাও এ নিয়ে ভাবি। তবে বিদেশী যেসব সফটওয়্যারের সিডি পাওয়া যায় তার সবই পাইরেটেড। আসলে এ নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। তার বড় কারণ, একটি পিসিতে যেসব সফটওয়্যার লোকে ব্যবহার করে সার্বিক বিচারে তার মূল্য কয়েকটি কম্পিউটারের দামের সমান। সে সব সফটওয়্যার যদি কিনে ব্যবহার করতে হতো, তবে আমার মনে হয় না এত বেশি লোকে কম্পিউটার ব্যবহার করত। এত ভিজুয়াল বেসিক, ওরাকল প্রোগ্রামার, ফটোশপ কিংবা কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে দক্ষ ছেলে গড়ে উঠত না। লাভের চেয়ে তো ক্ষতিই বেশি হতো। তাছাড়া এই পাইরেটেড সফটওয়্যারগুলোর কারণে দেশী সফটওয়্যার নির্মাতারা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, এমন তো শুনিনি। বরং দেশে যদি একটি এম এস ওয়ার্ড জাতীয় সফটওয়্যার কেউ তৈরিও করে, আমার তো মনে হয় না, সেটা কেনার জন্য সবাই উৎসাহী হয়ে উঠত। এমনকি পাইরেটেড সফটওয়্যার প্রাপ্তি বন্ধ করে দিলেও মনে হয় না এমনটা হতো। বরং অনেকে হয়ত সেক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারই বন্ধ করে দিতো। আমাদেরকে অবশ্যই বাজার দেখতে হবে। একটা নৈতিক জিনিস, শুধু আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে চাপিয়ে দিলেই হয় না। সমাজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এটাও তো দেখতে হবে।

◆ তথ্যপ্রযুক্তি এই যে বছরে আমাদের এক দুই লাখ পিসি বিক্রি হচ্ছে এগুলো কী সার্থকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিসিএস সভাপতির সাম্প্রতিক এক ভাষণে জানা গেছে মাত্র ০.২ শতাংশ সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলে এই শুল্ক ছাড়, নৈতিক ছাড় কী আদৌ কাজে আসছে? তাছাড়া এই সুযোগে অনেক অবৈধ বস্তুও তো ছেলেদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে, তাই নয় কি?

জুয়েল এটা ঠিক যে, যতটুকু ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। তবে এটাও ঠিক না যে, একজন বাড়ির জন্য কম্পিউটার কিনলে তাতে বাড়ির খরচের হিসাব করলে কিংবা একজন ছাত্র প্রোগ্রামিং চর্চা করলেই সেটা সার্থক ব্যবহার হবে- অন্যথায় নয়। বাড়ির জন্য যে পিসি সেটাতে সকাল-সন্ধ্যা ভিসিডি চলতেই পারে। আমি তো বলব- এটাও একরকম সার্থক ব্যবহার। কোন ছাত্র তার পিসিতে শুধু গেম খেলল, ইন্টারনেট ব্রাউজ করল এটাও সঠিক ব্যবহার। কম্পিউটার ব্যবহার করলেই যে প্রোগ্রামিং করতে হবে এটা ঠিক নয়। আসল বিষয়টি হলো ব্যবহারকারীর চাহিদা মেটানো। কম্পিউটারকে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে গণ্য করা। যারা কিনছে তারা তো প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কিনছে। তাহলে তো চাহিদা মিটছে। আমাদেরও একটি আউটপুট আংশিক পূরণ হচ্ছে। কম্পিউটার তাদের নিত্য ব্যবহার্য হয়ে উঠছে। অতএব, এই অভিযোগটি পুরোপুরি সত্যি নয়। তবে অবশ্যই নবীন ব্যবহারকারীদের পরিবার-পরিজনকে সতর্ক হতে হবে সে যেন এমন কোন কাজ না করে যা অনৈতিক। প্লেবয় বা এ জাতীয় পর্নো ম্যাগাজিন এদেশেও পাওয়া যায়। তেমনি নীল ছবির সিডি কিংবা ইন্টারনেটে পর্নো সাইট রয়েছে। সেগুলো যদি কোন ছেলে বাবা-মা’র অগোচরে দেখে তার দোষ নিশ্চয়ই কম্পিউটারের সহজলভ্য হবার কুফল হিসেবে আখ্যা দেয়া উচিত নয়। এগুলো সম্পূর্ণ মানসিকতার ব্যাপার। এক্ষেত্রে বাবা-মাকে অবশ্যই সন্তানকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার সময় ভেবে দেখতে হবে। তাই বলব, নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে কম্পিউটারকে দোষ দেয়া ঠিক নয়- যেমনি পর্নো ম্যাগাজিনের জন্য বইকে দোষ দেয়া ঠিক ছিল না। তবে একটা কথা, নীতি নির্ধারকদের যেমন মিথ্যা দিক-নির্দেশনা দেয়া উচিত নয়, তেমনি এটাও মনে রাখা উচিত যে, আমরা যেভাবে চলছি, তাতে সফটওয়্যার শিল্প কখনই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেবে না। আমাদেরকে সাবধান হতেই হবে।

❏ সাক্ষাৎকার ঃ মোঃ মারুফ হোসেন